GEO-A-SEC-B-4-03-TH - Rural Development

2. The Gandhian Model of Rural Development.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শান্তিপূর্ণ ও অহিংস পদ্ধতিতে ভারতীয় জনগণকে, সর্বস্তরের জনগণকে সংগঠিত ও সংহত করার মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতের পল্লী উন্নয়নে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সামগ্রিক এবং জনকেন্দ্রিক, এই দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্র ছিল শক্ত এবং মজবুত যা তৈরী হয়েছিল সত্য অহিংসতা এবং মানব কল্যাণের চিন্তায়, ~~উনার~~ তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল টলস্টয়, রাসকিন এবং গীতার শিক্ষা। তিনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি আরো বেশি গুরুত্বারোপ করেছিলেন যা সামগ্রিক বিকাশের উপায় হিসাবে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দেয়। গান্ধিয়ান মডেলটির কিছু সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য হল:

১। এর কিছু প্রাথমিক মান এবং প্রাঙ্গনে অন্তর্নিহিত রয়েছে।

২। এর কিছু মূল উপাদান রয়েছে।

৩। এবং মডেল কৌশল বাস্তবায়ন উপায় আছে।

■ মডেলটির অন্তর্নিহিত বুনিয়াদি মান এবং জায়গা আলোচনা করা হল:

ক) আসল ভারত তার শহরগুলিতে নয়, তার গ্রামগুলিতে পাওয়া যায়।

খ) গ্রামগুলির পুনর্জীবন কেবল তখনই সম্ভব যখন গ্রামবাসীরা আর শোষণ না করে। গান্ধীজির মতে, নগরবাসী দ্বারা গ্রামবাসীদের শোষণ ছিল "সহিংসতা"।

গ) সাধারণ জীবনযাপন এবং উচ্চতর চিন্তাভাবনা, বস্তুবাদী চাওয়াগুলির স্বেচ্ছাসেবী হ্রাস এবং জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতিগুলি অনুসরণ করা।

Scanned with CamScanner

ঘ) শ্রমের মর্যাদা: প্রত্যেককে অবশ্যই তার খাদ্য শারীরিক শ্রমের দ্বারা উপার্জন করতে হবে এবং যে এক জন ব্যক্তি পরিশ্রম করেই তার জীবিকা নির্বাহ করবে এটাই কাম্য।

ঙ) স্বদেশী- পন্য যা আদি এবং দেশের মানুষের দ্বারা তৈরী, পরিষেবা ও প্রতিষ্ঠান এ সব কিছুতে অগ্রাধিকার পাবে দেশীয় মানুষ।

চ) একটি ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন মানুষের চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে বজায় না থাকলে অহিংসতা এবং সত্যকে টিকিয়ে রাখা যায় না।

■ মূল উপাদানগুলি আলোচনা করা হল:

ক) স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম অর্থনীতি - গান্ধীজির ধারনা গ্রামীন অর্থনীতি বিষয়ে মোটেই সংকীর্ণ ছিল না, স্বার্থপরতা বা অহংকারও ছিল না। তিনি গ্রামবাসীদের সেই জিনিসগুলি গ্রামের বাইরে থেকে আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, যা তারা গ্রামে উৎপাদন করতে পারেনি।

খ) বিকেন্দ্রিকরন - গান্ধীজি বিশ্বাস করেছিলেন যে মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্যে মানুষের সুখই সমাজের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রিকরনের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা উচিত।

Scanned with CamScanner

গ) খাদি এবং গ্রামীন শিল্প - গান্ধীজীর কাছে খাদি ছিল জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন ও বিতরন এবং "সব work to all" অর্থাৎ সকলের কাজ নিশ্চিত করার বিকেন্দ্রীকরনের একটি সরঞ্জাম, তিনি অন্যান্য গ্রামীন শিল্প যেমন হ্যান্ড গ্রাইন্ডিং, হ্যান্ড পাউন্ডিং, সাবান তৈরি, পেপার তৈরি, ধাতুর বস্তু তৈরি, তেলবীজ পেষনকারী ইত্যাদি প্রচারের পক্ষে ছিলেন, তিনি ~~কায়িক~~ কায়িক পরিশ্রমের ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন এবং মেশিন চালুর বিরোধিতা করেছিলেন, শ্রমিকরা যেন বাস্তুচ্যুত না হয়, তবে তিনি নতুন প্রযুক্তির প্রশংসাও করতেন, প্রযুক্তির ভূমিকা যদি মানব কল্যানের দিকে হয় তবেই তিনি তার প্রশংসা করতেন, প্রযুক্তি যেন কখনই মানুষের কর্মসংস্থানে এবং জীবনযাত্রায় নেতিবাচক ~~বিকু~~ বিকল্প না হয়।

■ মডেল কৌশল বাস্তবায়নের উপায় :

~~প্রাতি~~ গান্ধীজী তাঁর কৌশলটি পঞ্চায়েতী রাজ, সমবায়, ট্রাস্টিশিপ এবং নতুন শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং যন্ত্রগুলি নির্দেশ করেছিলেন।

ক) গান্ধীজী কল্পনা করেছিলেন যে ভারতের প্রতিটি ~~গ্রামই~~ গ্রামই প্রজাতন্ত্র হবে, যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিরক্ষা সহ সমস্ত বিষয় পরিচালনার সম্পূর্ন ক্ষমতা থাকবে, তিনি আশা করেছিলেন যে পঞ্চায়েত গ্রাম অর্থনীতির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইনসভা, নির্বাহী এবং বিচারিক কাজগুলি সম্পাদন করবে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং গ্রাম সড়ক এর মতো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমও গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রহন করবে। 73 ও 74 নং সংবিধান সংশোধনি পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানকে সংবিধিবদ্ধ আইন জারি করে পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে সংস্থা করেছে, এভাবেই গান্ধীজী পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে

স্থানীয় স্বশাসন এর সপ্ন পূর্ণ হয়েছে।

খ) সমবায় : গান্ধীজী পল্লী উন্নয়নের একটি সরঞ্জাম হিসাবে সহযোগিতার একটি বড় গুণ দেখেছিলেন। তিনি কৃষিক্ষেত্রে সমবায়গুলিকে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা অর্পন করেন, সমবায় কৃষিকাজের প্রচারের প্রশংসা করে এবং এর ফলে জমিগুলির (land holdings) আরও বিভাজন রোধ করেন। তিনি অন্যান্য ধরনের সমবায় যেমন ঋণ সমবায়, তাঁতি এবং স্পিনার সমবায় ও দুগ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর পরামর্শ অনুযায়ী সমবায় ই অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ গ্রামোন্নয়নের। ভারতের এখন বিশ্বের বৃহত্তম সমবায় নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

গ) Trusteeship / ন্যাসরক্ষা : গান্ধীজী ন্যাসরক্ষাগুলিকে সমাজের পুঁজিবাদী শৃঙ্খলাটিকে সাম্যবাদী তে রূপান্তর করার একটি হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর মতে এই সমস্ত ধন ঈশ্বরের, তাই এই ভূসম্পদ ও মানব সম্প্রদায় ব্যবহার করার অধিকারী, এই ভূসম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ মানব জাতির সমষ্টির কল্যানে ব্যবহার করা উচিত। জমির মালিক এবং হলেন শুধু মাত্র এই ঈশ্বর দত্ত জমিদার জমির, প্রাকৃতিক সম্পদের ও মূল ধনের ন্যাসরক্ষক (trusteeship), তিনি trusteeship এর নীতিগুলো কি হওয়া উচিত তাও কল্পনা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ভূমিস্বর এবং একটি সম্প্রদায় যারা কল্যানমূলক উদ্দেশ্যে এবং শ্রেণি দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য তাদের ভূমি তারা স্বেচ্ছায় অনুদান করবেন অহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করে।

ঘ) "Nai ~~Talib~~ Taleem" / নতুন শিক্ষা : গান্ধীজী আধুনিক শিক্ষায় বিশ্বাস ছিল না, যা কেবল সাক্ষরতা এবং তথ্য অর্জনের উপর জোর দিয়েছিল, তার মতে- আধুনিক শিক্ষা ছিল "মনের অমিতাচার" ("debauchery of the mind"), তিনি উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যা তিনি নাম দিলেন "nai taleem". এই শিক্ষা শিশু ও যুবকদের মধ্যে সম্ভাব্য সব রকমের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পাশাপাশি nai taleem স্বাবলম্বী এবং অনুশীলনমুখী হতে শেখাবে, অর্থাৎ মানব সম্পদকে পূর্ণ ব্যবহার ~~করে~~ করাকেই তিনি ভারতের উন্নতির পথ হিসেবে প্রদর্শন করেছিলেন, ভারতের দুর্ভাগ্য যে এখোনো মানব জাতিকে সম্পদে পরিণত করতে পারা যায়নি, তবে কিছু পদক্ষেপ, যেমন সর্বশিক্ষা অভিযান, প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন করন, মোট সাক্ষরতা প্রোগ্রাম, দশম শ্রেণীর পর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গান্ধীজী নতুন শিক্ষার পরিকল্পনার ই একরকম স্বীকৃতি।

■ গান্ধীজীর মডেল গ্রামীন উন্নয়নে পথপ্রদর্শক শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকের ই নয় মানব সম্পদের ও, এই মডেলের প্রবক্তারা মনে ~~ম~~ করেন এই মডেল শুধু তার সমসময়ের জন্যই নয় বরং আধুনিক কালের পশ্চাদপদ ও অসমান ব্যবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা সমান ভাবে গুরুত্ব পায়।

■ অন্যদিকে তার সমালোচকরা মনে করেন গান্ধীজীর স্বদেশী আদর্শ, অহিংসা নিজের চাওয়াগুলিকে কমানো, ন্যাসরক্ষা, স্বনির্ভর গ্রাম এবং যন্ত্রের বদলে মানব সম্পদকে ব্যবহার করা এগুলো সব আজকের দিনে অচল ভাবনা।

Scanned with CamScanner

* ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসরণ করে এবং বেসরকারীকরণ, উদারকরণ ও বিশ্বায়নে বিশ্বাস করে। অর্থনৈতিক নীতির প্রেক্ষিতে আজকের দিনে গান্ধীজীর মডেল একেবারেই অচল।

— x —

Scanned with CamScanner